ভোরের কাগজ

১৯০

তারিখ ... DEC 22 1999 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩...

সহকারী শিক্ষকদের প্রধান শিক্ষক করা হোক

প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামোর প্রশাসনিক স্তরের সর্বনিম্নস্তর প্রধান শিক্ষক। প্রধান শিক্ষকের প্রশাসনিক স্তর নিম্ন হলেও পুরো অধিদপ্তরের সফলতা নির্ভর করে পদে আসীন ব্যক্তিদের ওপর। একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ওপর পুরো বিদ্যালয়ের সফলতা-ব্যর্থতা নির্ভর করে। বিদ্যালয়ের উন্নতি করতে হলে অবশ্যই দক্ষতাসম্পন্ন প্রধান শিক্ষকের প্রয়োজন। একজন নতুন প্রধান শিক্ষক যেমন প্রশাসন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তেমনি পরিবেশ ও অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। এর ফলে দীর্ঘ সময় অযথা ব্যয় হয় যা কোনো সফলতা বয়ে আনে না। অনভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক তার অদক্ষতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই উক্ত বিদ্যালয়ের দক্ষ সহকারী শিক্ষকদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ফলে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। লেখাপড়াসহ সার্বিকভাবে বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাশাপাশি একজন সহকারী শিক্ষক দীর্ঘদিন কাজ করার ফলে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে একটি বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাজ পরিচালনায় পুরোপুরি ওয়াকিবহাল।

তাই অভিজ্ঞ সহকারী শিক্ষকগণকে পদোন্নতি দিয়ে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ দিলে যেমন পেশার উন্নতি ঘটবে তেমনি সরকারি অর্থের সাশ্রয় হবে। পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সময় বাঁচবে ও প্রশাসনিক ঝামেলা এড়ানো সম্ভব হবে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০/৭০ হাজার গ্রাজুয়েট ও পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত আছেন যাদের ধারাবাহিকভাবে পদোন্নতি দিলেও আগামী ২০ বছরে নতুন প্রধান শিক্ষক পদে প্রশাসনিক ঝামেলা করতে হবে না। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কামনা করছি।

ডলি রাণী কুণ্ডু
সহকারী শিক্ষিকা
সুকদেব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
দৌলতখান, ভোলা।